হার্ট ডিজিজ বা হৃদরোগ

প্রফেসর ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদার

অনেক কারণেই আপনার হার্ট (হৃৎপি-) আক্রান্ত হতে পারে বা এর কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। হার্টের রোগগুলোর মধ্যে রক্তনালীর রোগ যেমন– করোনারি আর্টারি ডিজিজ, হার্টের রিদম বা গতির সমস্যা (এরিদমিয়া), হার্টের ফেইলিওর এবং কনজেনিটাল বা জন্মগত হার্ট ডিফেক্ট উল্লেখযোগ্য। এই সমস্যাগুলো আপনার শরীরে কী প্রভাব ফেলে এবং কীভাবে হার্ট ডিজিজের সতর্ক চিহ্নগুলো চিনবেন, তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন প্রণালী নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ হার্টের রোগ প্রতিরোধ বা নিরাময় করা যায়।

করোনারি আর্টারি ডিজিজ : হার্টে রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালীকে করোনারি আর্টারি বলে। করোনারি আর্টারির অভ্যন্তরীণ বা ভেতরকার গাত্রে আঠালো প্লাক জমা হয়ে সাধারণত করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা সিএডি হয়ে থাকে, যা হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ। এতে আর্টারি সঙ্কুচিত হয়ে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে। হার্ট অ্যাটাক না হওয়া পর্যন্ত অনেকে বুঝতেই পারেন না যে, তিনি করোনারি আর্টারি ডিজিজ বা সিএডিতে আক্রান্ত ছিলেন। তবে কিছু কিছু সতর্ক সঙ্কেত যেমন রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্তের কারণে নিয়মিত ব্যবধানে বুকে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। নিয়মিত ব্যবধানে এ ধরনের বুকের ব্যথাকে অ্যানজাইনা বলে।

হার্ট অ্যাটাক : হঠাৎ করে হৃৎপি- রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াই হলো হার্ট অ্যাটাক। প্রতি বছর লক্ষাধিক বাংলাদেশি এ ধরনের হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়। যে রক্তনালীগুলো হার্টের মাংসপেশিতে রক্ত বহন করে সে সব করোনারি আর্টারির ব্লকেজের কারণেই মূলত এই হার্ট অ্যাটাক হয়। যখন রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তখন হার্টের মাংসপেশিগুলো খুবই দ্রুততার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মরে যায়। সাম্প্রতিককালে ত্বরিত ইমার্জেন্সি চিকিৎসা দেয়ার কারণে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটাই কমে এসেছে।

সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ বা হৃদরোগে আকস্মিক মৃত্যু : হার্ট ডিজিজের কারণে যে পরিমাণ মৃত্যু হয় তার প্রায় অর্ধেকই হলো সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ (এসসিডি)। তবে হার্ট অ্যাটাক আর সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ কিন্তু এক নয়। যখন হার্টের ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং এর কারণে হার্ট বিট অনিয়মিতভাবে ও বিপজ্জনক দ্রুততার সঙ্গে স্পন্দিত হয় তখন সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ বা আকস্মিক মৃত্যু হয়। এতে হার্টের আন্দোলিত প্রকোষ্ঠগুলো রক্ত পাম্পিং করে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌছানোর পরিবর্তে শিহরিত হয়ে কাঁপতে থাকে। কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন বা সিপিআর ব্যতীত এবং হার্টের রিদম নিয়মিতকরণ না করলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে।

এরিদমিয়া বা অস্থির অনিয়মিত হার্টবিট : নিয়মিত ইলেকট্রিক্যাল স্পন্দনই হার্টবিটের জন্ম দেয়। কিন্তু অনেক সময় এই স্পন্দন অস্থির ও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। হার্টের গতি দৌড়াতে পারে, ধীর এমনকী মৃদু শিহরণ হতে পারে। সাধারণত এরিদমিয়া হলো হার্টবিটের রিদমের মৃদু তারতম্য যা দ্রুতই মিলিয়ে যায়। তবে হার্টের স্পন্দনের গতির তারতম্য অনেক বেশি হলে হার্টকে রক্ত পাম্প করায় কম কার্যকরী করে তোলে, যা দেহের জন্য মারাত্মক হুমকি হতে পারে।। আপনার হার্টবিটের রিদম অনিয়মিত মনে হলে দ্রুত আপনার চিকিৎসককে জানান।

কার্ডিওমায়োপ্যাথি : হার্টের মাসল বা মাংসপেশির পরিবর্তনজনিত রোগ হলো কার্ডিওমায়োপ্যাথি। এর ফলে হার্টের পাম্পিং ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হয়। যার কারণে হার্ট ফেইলিওরের মতো দীর্ঘমেয়াদি অবস্থা হয়ে থাকে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ বা হার্টের ভাল্বের রোগ ইত্যাদি কিছু ক্রনিক সমস্যাও কার্ডিওমায়োপ্যাথির সঙ্গে থাকতে পারে।

হার্ট ফেইলিওর : হার্ট ফেইলিওর মানেই আপনার হার্ট কাজ করছে না তা বোঝায় না। এর মানে হলো, দেহের চাহিদা অনুযায়ী হার্ট প্রয়োজনীয় পরিমাণ রক্ত পাম্প করতে পারছে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণ জমে থাকা রক্তধারণের জন্য হার্টের আকার বড় হতে থাকে। এই অধিক পরিমাণ রক্ত বের করে দেয়ার জন্য হার্ট দ্রুত পাম্পিং করতে থাকে এবং রক্তনালী সঙ্কুচিত হয়ে আসে। হার্টের মাংসপেশি দুর্বলও হতে পারে এবং রক্ত সরবরাহ ক্ষমতা আরো কমে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং হার্ট অ্যাটাকের কারণে হার্ট ফেইলিওর হয়ে থাকে।

কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্ট বা হৃদযন্ত্রের জন্মগত ত্রুটি : হার্টে যে ত্রুটি জন্ম থেকেই থাকে তাকে কনজিনেটাল হার্ট ডিফেক্ট বলে। এ কারণে হার্ট ভাল্বে ছিদ্র ও হার্টের প্রকোষ্ঠকে পৃথককারী দেয়ালের বিকৃতি বা হার্টের অন্যান্য সমস্যাও হতে পারে। কিছু কিছু ডিফেক্ট আছে যা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধরা পড়ে না। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসাও লাগে না। অন্যগুলোর জন্য মেডিসিন বা সার্জারির প্রয়োজন হয়। কনজিনেটাল হার্ট ডিফেক্ট রয়েছে এমন ব্যক্তিদের বিভিন্ন জটিলতা যেমন এরিদমিয়া, হার্ট ফেইলিওর, হার্টের ভাল্বে ইনফেকশন প্রভৃতির ঝুঁকি বেশি থাকে। তবে বিভিন্ন উপায়ে এই ঝুঁকিগুলো কমানো সম্ভব।

লেখক : কনসালটেন্ট-কার্ডিওলজি
এ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকা

ডিপার্টমেন্ট অব কার্ডিওলোজি | এ্যাপোলো হার্ট সেন্টার

সু-পরিসর লাউঞ্জসহ অত্যাধুনিক ক্যাথ ল্যাবে প্রায় ব্যথাহীন ও রক্তক্ষরনের আশঙ্কামুক্ত রেডিয়াল এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির সুবিধা | অস্বাভাবিক দূর্বল হৃদস্পন্দনের চিকিৎসায় পেসমেকার ইমপ্লান্টসহ অনিয়মিত ও উচ্চ হৃদস্পন্দনের চিকিৎসায় আই সি ডি ইমপ্লান্ট | জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির সুবিধা | ৬৪ স্লাইস মেশিনে নন-ইনভেসিভ সিটি এনজিওগ্রামের সুবিধা | কার্ডিয়াক লাইফ সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট সমৃদ্ধ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস | পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডাক্তারের উপস্থিতি; দিনের ২৪ ঘন্টা সপ্তাহের ৭ দিন

এ্যাপয়েন্টমেন্ট: (০২)-৮৮৪৫২৪২, ০১৮৪১ APOLLO, ০১৭২৯ APOLLO, ০১১৯৫ APOLLO, ০১৬১২ APOLLO, ০১৯৭১ APOLLO; APOLLO সমার্থক সংখ্যা: ২৭৬৫৫৬

Organization Accredited by Joint Commission International

TOUCHING LIVES